দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...1 3 DEC 1988...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম...

মুনীর চৌধুরী

ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

ডাঃ আলিম চৌধুরী

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাশিদুল হাসান

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ

এম এ মান্নান (লাডু ভাই)

আমরা তাঁদের স্মরণ করি

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ১৪ই ডিসেম্বর।—বেদনাবহ স্মৃতির অশ্রুভেজা দিন—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

এই দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেইসব বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা একাত্তরের ডিসেম্বরে দখলদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

চূড়ান্ত পরাজয়ের মাত্র দুদিন আগে দখলদার বাহিনী ও তাদের দোসররা এঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং রায়ের বাজারের ইটখোলায় দেশের কৃতী পুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

মূলত চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে পাক হানাদার বাহিনী চেয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির অঙ্গন ও জাতীয় জীবনে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করতে। দখলদার বাহিনীর দোসর আলবদর ও আল-শামসরা স্বাধীনতার সূর্যোদয় ও জনগণের বিজয় প্রতিহত করতে চেয়েছিল।

আজ সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী—যাঁরা জাতির স্মৃতিপটে আজো নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমরা আজ তাঁদের স্মরণ করি।

আলবদর, আল-শামস বাহিনী একাত্তরের এই দিনগুলিতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, আনোয়ার পাশা, ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, সন্তোষ ভট্টাচার্যসহ আরো অনেককে। ঘাতকরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক বিদগ্ধ বাগ্মী, নাট্যকার ও সমালোচক মুনীর চৌধুরীকে। তিনি ছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের একটি প্রিয় নাম। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রধান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...1 3 DEC 1988...
পৃষ্ঠা... ...কলাম...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নিজামউদ্দীন আহমদ

সেলিনা পারভীন

সিরাজউদ্দিন হোসেন

আবুল বাশার

আবুল কালাম আজাদ

শহীদুল্লাহ কায়সার

জহিরুল ইসলাম

ফয়জুল হক মহী

ডাঃ ফজলে রাব্বী

স্মরণ করি

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লিখেছিলেন রাইফেল রোটি আওরত। উপন্যাসটি লেখা শেষ করার আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি।

বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র সাহিত্যের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন শান্তিনিকেতনের কৃতী ছাত্র। শান্ত, বিনম্র এবং নিরীহ এই শিক্ষকও আলবদর বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাননি।

বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া সাংবাদিক এম এ মান্নান ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক। তিনি ছিলেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন ছিলেন মহসীন হলের হাউস টিউটর। ঘাতকরা হল থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

অধ্যাপক সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য তাঁর জীবদ্দশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ছেড়ে যেতে চাননি। ঘাতকের দল নির্বিরোধ এই শিক্ষককে রেহাই দেয়নি।

মেয়ের ওড়না দিয়ে চোখ বেঁধে আলবদর বাহিনী ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক।

অধ্যাপক রাশিদুল হাসান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক। তিনিও আলবদর বাহিনীর শিকার হন।

ডাক্তার ফজলে রাব্বি ছিলেন প্রগতির সপক্ষে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন। আল-বদররা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি।

বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার আলীম চৌধুরী স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। দখলদার বাহিনীর দোসররা তাঁকেও বাঁচতে দেয়নি।